আমাদের ঐতিহ্যে পরিবেশ

সুভাষ গাঙ্গুলী

প্রাচীন ভারত (বলা বাহুল্য সিন্ধু সভ্যতা পরবর্তী ভারত) সম্পর্কিত যা কিছু ঐতিহ্য তা যেভাবে শিবির বা দল বিশেষের প্রায় কুক্ষিগত সম্পত্তি হিসেবে গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে (যদিও এদের ঘোষিত বা অনুসৃত কর্মকান্ড এই ঐতিহ্যের গভীরতম ও আলোকজ্জ্বল অংশগুলির - যেমন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আত্মীয় জ্ঞান করা , পরিবেশ - সম্পূর্ণ বিপরীত) এবং অন্যরাও যেভাবে তাদের 'আধুনিক' স্ব-পরিচয় প্রতিষ্ঠার খাতিরে সে সম্পর্কে প্রায় নীরবতার মধ্য দিয়ে (ইংরেজীতে যাকে বলা চলে অনেকটা যেন by default) সেটা কার্যত মেনে নিচ্ছেন তাতে 'প্রাচীন ভারত' -এর কোন আলোকজ্জ্বল দিক-এর উল্লেখ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে 'আধুনিকতার' লোভ-বন্দনা-মুখর (celebration of greed with gusto) দিকের উল্লেখ খানিকটা ভয়ে ভয়েই করতে হয় । তা সেই আশঙ্কা দুরু দুরু বক্ষেই অধুনা এক অতি চর্চিত বিষয় (বি-ও-বি-তেও যার উপর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে) প্রসঙ্গে আমরা সংক্ষেপে সেই তুলনাতে যাচ্ছি।

বিষয়টা পরিবেশ। আর এই মুহূর্ত্তে এই তুলনার উপকরণ সংগৃহীত বাংলা সাহিত্যে প্রায় প্রকৃতি-পূজারী হিসেবে সুপরিচিত দুই ব্যাক্তির - রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ (বন্দ্যো ঃ) - রচনা থেকে। আজ থেকে ৯৯ বছর আগে রচিত 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, কাব্য ও তখন পর্যন্ত জানা ইতিহাসের ভিত্তিতে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে নিছক 'তপোবন'-এর যুগ শেষ হয়ে নগর সভ্যতার আত্মপ্রকাশের পরও অরণ্য ও অরণ্য-জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা বহু শতাব্দী জোড়া সুপরিচিত প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও মহাকাব্যে বারে বারে এসেছে। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস নয়, অরণ্য ও অরণ্য-জীবন রক্ষা তৎকালীন সামাজিক তথা রাজশক্তির অবশ্য করণীয় কাজের অংশ ছিল। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বনের প্রতি আমেরিকা ও পুরোন ভারতীয় নগর সভ্যতার মনোভাবের তুলনা করে বলেছেন :

> ''আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল । অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল।..... নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি।''

তার আগে আর এক জায়গায় বলেছেন :

> ''প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভুত করে নি, বরং তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্য নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে।''

আর এক জায়গায় :

> ''মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।''

এবার বিভূতিভূষনের 'অপরাজিত' উপন্যাসের মূল চরিত্র অপুর প্রাপ্ত বয়েসের কোন এক সময়ে চিন্তার স্রোতের একটুখানি নমুনা। সম্ভাব্য এক ''তামার খনির জন্য প্রসপেক্টিং'' -এর কাজে এক অরণ্যা'লে কাজ করে ''সেই ধূলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা'' ভরা কলকাতায় ফিরে আসার পর তার মনে পড়ছে :

> ''সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভুমি, নক্ষত্রলোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন বিশাল তৃণভুমি.....সেই অবাধ জ্যোৎস্না,

স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে। এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে.....ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্গা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে.-তেল, ব্যবসা, চামড়ার লোভে ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।''

সেই ''প্রতিশোধ'' আজ কত ভাবে ও রূপে আসছে তারই ভয়াবহ কাহিনী রোজই এখন সোরগোল তুলছে। বিভূতিভূষণের আর এক উপন্যাস 'আরণ্যক' যে চরিত্রের আত্মকথা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে তার শুরু এ-রকম:

''মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্ব্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা,..... ইহাদের কথাই বলিব।..... কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভুমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল,..... নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।"

উপন্যাসের শেষে আবারও সেই একই অনুশোচনার বার্ত্তা :

''বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে।''

সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিতে আরও অনেক কিছু মিলিয়ে লেখকদের যে সামগ্রিক জীবন-দর্শন আত্মপ্রকাশ করেছে তার উপরে কোন মতামত দেওয়ার কোনরকম চেষ্টা এখানে করা হচ্ছে না। এই উদ্ধৃতিগুলির উল্লেখের কারণ এটুকুই যে পরিবেশ ধ্বংসী 'উন্নয়নের' নম্র ও একই সাথে কঠোর সমালোচনার এই স্বদেশী ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের নিজেদের ('ডান' -'বাম' ও তার বাইরে সবার কথাই হচ্ছে) সোচ্চার হুঁশ আসার অনেক আগেই আমাদের কাছাকাছি পূর্ব্বসূরিদের অনেকের চোখেই এই ভয়াবহ পরিণতি'র সম্ভাবনা চোখে পড়েছিল এবং পরিবেশ সচেতনতা এদেশের প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অনুসারী।

অতীত মানেই 'অন্ধকার অতীত' এমন ব্যাখ্যা অজ্ঞতা/অসচেতনতা বা উন্মাদনা (উপরোক্ত অন্য শিবিরের প্রাচীনত্বের নামে উন্মাদনার বিপরীতে) প্রসূত সরলীকরণের নামান্তর, যা অনেক সময় নানা কিসিমের 'আধুনিকতা' বা 'প্রগতিশিলতা'র নামে চলে থাকে। আর আমাদের গর্বের 'আধুনিক' কাল সহ সব যুগই যে আলো-আঁধারের সংমিশ্রন এই জানা কথাটা না ভোলা ভাল। আজকের পরিবেশ আন্দোলনকে যদি এই প্রায় বিস্মৃত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় অনুভব/মূল্যায়ন করতে পারি আমরা তবে তার কার্যকারিতা বাড়বে বই কমবে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বন্ধু রবীন মজুমদার (দুটি প্রয়োজনীয় সংযোজন মনে করিয়ে দেওয়া ও রচনার শিরোনামা প্রদানের জন্য।)